**এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

চট্টগ্রাম, মঙ্গলবার, ১৩ বৈশাখ ১৪১৮, ২৬ এপ্রিল ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর চ্যান্সেলর শেরি ব্লেয়ার,

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর নতুন ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের এ অঞ্চলে নারী শিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নে এই বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যেই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণ সম্পন্ন হলে এখানকার লেখাপড়ার পরিবেশ আরও উন্নত হবে।

বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের তুলনায় এশিয়ার নারী সমাজ এখনও অনেকটা পিছিয়ে। নারীর প্রতি অবহেলা ও বৈষম্য, নারী শিক্ষার অভাব এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব এশিয়া অঞ্চলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং ধর্মান্ধতা এ অঞ্চলের নারী সমাজকে এখনও দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করে রেখেছে।

আজ থেকে সোয়া 'শ বছরের বেশি পূর্বে মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া এ অঞ্চলে নারী শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়েছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পোঁছতে আমাদের এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

আমি মনে করি যথাযথ শিক্ষা এবং জ্ঞান আহরণের সুযোগের অভাব, নারী প্রগতি এবং উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। প্রকৃত শিক্ষাই পারে নারীকে এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়ার ১১টি দেশের শিক্ষার্থীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। ধনী-দরিদ্রের বেড়াজাল ভেদ করে সব ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের শিক্ষার্থীরা এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর ক্যাম্পাস যেন গোটা এশিয়া মহাদেশের একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

এখানকার প্রতিটি ছাত্রী আমাদের এক একজন আশার প্রদীপ। এখানকার শিক্ষার্থীরা মাল্টি-কালচারাল পরিবেশে শিক্ষালাভ করে একেক জন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। প্রত্যেকেই পরস্পরের দেশের দূত হিসেবে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি ও যোগাযোগের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করবে। নিজ নিজ দেশের সার্বিক উন্নয়নে, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নে, জোরালো ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে সফলভাবে মোকাবিলা করতে ভূমিকা রাখবে।

নারীর প্রতি বৈষম্য অবসানে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। আমাদের অসাম্প্রদায়িক সমাজ সবসময়ই নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যকে অস্বীকার করেছে। সেটা ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিয়েই হোক বা সারবত্তাহীন সংস্কৃতির বেড়াজালেই হোক।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে বাদ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং বৈষম্য দূর করতে শিক্ষাই সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে একদিকে বৈষম্য যেমন দূর করা যায়, তেমনি ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সোপানও তৈরি হয়।

বঙ্গবন্ধু এ সত্যটি উপলব্ধি করেই আমাদের সংবিধানে নারী অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত করেন।

আমাদের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে রয়েছে: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।  ২৮ (১) অনুচ্ছেদে রয়েছে: কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। ২৮(২) অনুচ্ছেদে রয়েছে: রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে।

নারীরা পিছিয়ে পড়া সমাজকে এগিয়ে নিতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রবাদ আছে: ‘‘যখন তুমি একজন পুরুষকে শিক্ষিত কর, তুমি একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করছ, কিন্তু যখন তুমি একজন নারীকে শিক্ষিত কর, তখন গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তুলছ''।

নারী শিক্ষা বিস্তারে আমরা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছি। পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

সার্বিকভাবে আমরা শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সবার মতামতের ভিত্তিতে আমরা একটি জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছি। ২০১৪ সালের মধ্যে আমরা দেশ থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে কাজ করে যাচ্ছি।

আমরা প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। গত মেয়াদে সারাদেশে আমরা ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের সরকার সম্ভাব্য সবকিছু করছে। নারী প্রতি বৈষম্য দূর করতে এবং নারীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল ধারায় নিয়ে আসতে আমরা  ইতোমধ্যে জাতীয় নারী নীতি ঘোষণা করেছি।

পবিত্র ইসলাম নারী-পুরুষের বৈষম্যকে স্বীকার করে না। তবুও এক শ্রেণীর ধর্ম-ব্যবসায়ীরা ঘোষিত নারী নীতির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

আমি বিশ্বাস করি, এ দেশের নারী সমাজসহ সচেতন সকল নাগরিক তাদের এই অপতৎপরতা রুখে দিবে।

আমরা নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি। সরকারি দপ্তরে কর্মরত নারীদের জন্য আমরা মাতৃকালীন ছুটি ৬ মাস করেছি। মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ আমাদের এমডিজি পুরস্কারে ভূষিত করেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষ সমতা আনয়নে সাফল্যের জন্যও জাতিসংঘ আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে।

নারীর সুস্বাস্থ্য, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন আমরা তা করব। আমরা গ্রামাঞ্চলের প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি করে কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। এ সব ক্লিনিকে মূলতঃ নারী ও শিশুরা চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন।

আমি মনে করি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন জরুরি। নারীকে সামষ্টিক অর্থনীতির মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদসহ নারী উন্নয়ন সংক্রামত্ম অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল ও সনদে আমরা অনুসমর্থন জানিয়েছি।

এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই, বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই মন্ত্রী পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি ৫জন নারী সদস্য রয়েছেন। তাঁরা কৃষি, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, নারী ও শিশু বিষয়ক এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন।

সংসদের উপনেতা এবং বিরোধী দলীয় নেতা উভয়ই নারী। রয়েছেন একজন নারী হুইপ। বর্তমান সংসদে ৪৫ টি সংরক্ষিত নারী আসনের বাইরেও ১৯ জন নির্বাচিত নারী সদস্য রয়েছেন। আমাদের স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সিটি কর্পোরেশন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে নারীদের শতকরা ৩০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ সরকারি চাকুরিতে নারীদের জন্য কোটা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে প্রথমবারের মত একজন নারী বিচারক অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বাংলাদেশের মেয়েরা আজ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে দূরদেশে কাজ করছে।

সুধিবৃন্দ,

আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-কে এ অঞ্চলের একটি গর্বিত বিদ্যাপীঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এর উন্নয়নে আমার সরকার সব ধরনের সহযোগিতা দিবে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের জন্য ইতোমধ্যেই আমরা ২৭ একর জমি অধিগ্রহণের সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে যে রাসত্মাটি গেছে, সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় যে কোন সহযোগিতা দিতে আমরা কার্পণ্য করব না।

আমি জেনে অত্যমত্ম আনন্দিত যে বিশ্ব ব্যাংক এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্বিক সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। আমি আরও আনন্দিত যে বিশ্ব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিস নজিও কোনজো-ইয়েলা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। আমরা বিশ্ব ব্যাংকের এ সমর্থনকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি।

বিশ্ব ব্যাংকের এ উদ্যোগের মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোনভাবে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-কে সহায়তা প্রদানের জন্য এ অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রপ্রধানসহ অন্যান্য বন্ধুপ্রতীম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমরা যে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, এই বিশ্ববিদ্যালয় তারই প্রতিচ্ছবি। এ অঞ্চলের তথা বিশ্ব আজ যেসব সমস্যার মুখোমুখি সেগুলো মোকাবিলার জন্য আমরা যে অনেক কিছুই করতে পারি, এ বিশ্ববিদ্যালয় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নারীদের জন্য আমাদের আরও সুযোগ তৈরি করতে হবে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আমাদের নতুন নারী প্রজন্ম সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্ধকার বিদূরিত করে আলোর পথ দেখাক- এটাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

সমবেত অতিথিবৃন্দকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......